বাংলাদেশের জন্য পরিচ্ছন্ন ও সবুজ জ্বালানিতে উত্তরণের উপায়

পলিসি ব্রিফ ৯ নভেম্বর ২০২৪

এই পলিসি ব্রিফ মার্কেট ফোর্সেস, ফসিল ফ্রি চট্টগ্রাম, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এবং ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত প্রতিবেদন, **'ব্যয়বহুল এলএনজি'র বিস্তার: বিদেশিদের এলএনজি-সংক্রান্ত স্বার্থ যেভাবে বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি তৈরি করছে'** সম্পর্কিত।

বাংলাদেশ তার জ্বালানি ভবিষ্যতের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যয়বহুল ও দূষণকারী জীবাশ্ম গ্যাস আমদানির বর্তমান পথ থেকে সরে আসার একটি সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আমদানিকৃত গ্যাস ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ সংকট এবং রোলিং ব্ল্যাকআউটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এখন, বাংলাদেশ পরিবেশ বান্ধব, সবুজ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে অগ্রসর হতে পারে, যা পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণের জন্য কমমূল্যে সাশ্রয়ী বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পারে।

আমরা নীতিনির্ধারক, বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক সরকারসমূহ, এবং দাতা ও বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানাই বাংলাদেশের জ্বালানি ভবিষ্যৎ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য:

- **আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানি, যেমন কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), যা আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার ওপর নির্ভরশীল, তার ব্যবহার কমাতে হবে।** এর পরিবর্তে, সৌর ও বায়ু বিদ্যুতের মতো দেশীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং তহবিল পুনঃনির্দেশ করা উচিত। বাংলাদেশে ২৪০ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ এবং ৩০ গিগাওয়াট উপকূলীয় বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ক্ষমতাকে বিপুলভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।

- **সব ধরনের প্রস্তাবিত এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং এলএনজি আমদানি অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রত্যাহার করতে হবে।** মার্কেট ফোর্সেস এর গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৪১টি নতুন এলএনজি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যার সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা ৩৭.৪ গিগাওয়াট। এই বিশাল এলএনজি সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশের জনগণের ওপর আর্থিক, পরিবেশগত, স্বাস্থ্যগত এবং সামাজিকভাবে বড় ধরনের প্রভাব পড়বে। যদি চট্টগ্রাম এলএনজি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, এর জীবদ্দশায় ১.৩ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হবে, যা দেশের বর্তমান বার্ষিক নির্গমনের ছয়গুণ বেশি। একই ধরনের প্রকল্পগুলিতে স্থানীয় নারীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ইতোমধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

- **জাপানের জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এবং ইনস্টিটিউট অফ এনার্জি ইকোনমিক্স জাপান (আইইইজে) দ্বারা প্রণীত এলএনজি-নির্ভর মাস্টার প্ল্যান সংশোধন করা প্রয়োজন।** এটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে বেশি জোর দিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যত জ্বালানি পরিস্থিতি নিশ্চিত করবে। বর্তমান মাস্টার প্ল্যানটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং বাংলাদেশের জ্বালানি স্বাধীনতা ও জলবায়ু লক্ষ্য পূরণকে নিম্নলিখিত কারণে ঝুঁকিতে ফেলছে:
  - মাস্টার প্ল্যান ভবিষ্যৎ জ্বালানির চাহিদাকে অতিরিক্ত পরিমাপ করছে এবং কয়লা ও গ্যাসের ওপর বেশি নির্ভর করছে।
  - হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া এবং কার্বন ক্যাপচার ও স্টোরেজের মতো ব্যয়বহুল ও অপ্রমাণিত প্রযুক্তিগুলিকে "পরিচ্ছন্ন জ্বালানি" হিসেবে বিভ্রান্তিকরভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

- বর্তমান মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্যুতের মাত্র ১২-১৭% আসবে বায়ু ও সৌরশক্তি থেকে, যেখানে মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০% নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
- মাস্টার প্ল্যান বাংলাদেশের জনগণ ও অর্থনীতির উপকারের চেয়ে বৈশ্বিক এলএনজি বাণিজ্য, গ্যাস বিদ্যুৎ, এবং হাইড্রোজেন-অ্যামোনিয়া ব্যবসায় কিছু উল্লেখযোগ্য জাপানি কর্পোরেশনের স্বার্থ রক্ষা করে।

- **পরিকল্পিত এলএনজি প্রকল্পগুলির তহবিল নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং গ্রিড অবকাঠামোর উন্নয়নে পুনঃনির্দেশ করা প্রয়োজন।** পরিকল্পিত এলএনজি প্রকল্পগুলির জন্য প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে ৩৬ বিলিয়ন ডলার যাবে এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে এবং আরও ১৪ বিলিয়ন ডলার এলএনজি আমদানি সুবিধাগুলিতে। এই বিশাল ৩৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় থেকে সরে এসে ৬২ গিগাওয়াট নতুন নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

- **একটি আধুনিক গ্রিড এবং উন্নত ট্রান্সমিশন অবকাঠামো গড়ে তোলার দিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে,** যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহারকে সমর্থন করবে। একটি আধুনিক গ্রিড চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

- **বাংলাদেশকে অবশ্যই আমদানিকৃত এলএনজি এবং বিদেশি স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত বিদ্যুৎ পরিকল্পনা থেকে সরে এসে দেশীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের পথ অনুসরণ করতে হবে।** এটি দেশে জীবিকা রক্ষা করবে, স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, পাশাপাশি জ্বালানি আমদানির উচ্চ খরচ থেকেও রক্ষা করবে।

- **বিদেশি সরকার, বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহিত করতে হবে।** সরকারকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বড় বিনিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে, যেমন বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) এবং অন্যান্য উদ্যোগ, যা বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়ক হবে।

দ্রষ্টব্য: আমরা ৭ অক্টোবর ২০২৪-এ সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের সাথে ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) চুক্তি এবং ১৬ অক্টোবর ২০২৪-এ এক্সেলেরেইট এনার্জির দ্বিতীয় এফএসআরইউ-এর চুক্তি বাতিল করার ঘোষণার বিষয়ে অবগত আছি। তবে, আমাদের প্রতিবেদনের ফলাফল এখনও প্রাসঙ্গিক রয়েছে, কারণ এই ঘোষণাটি প্রকল্পের চূড়ান্ত বাতিল হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না।

২৭০ গিগা:

বাংলাদেশে ২৪০ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ এবং ৩০ গিগাওয়াট উপকূলীয় বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে

৬২ গিগা:

৩৬ বিলিয়ন ডলার প্রস্তাবিত এলএনজি পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ব্যয় থেকে পুনঃনির্দেশিত হলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের সম্ভাবনা